দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

৩৭

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি

আমরা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছি, যে মুহূর্তে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেশনজট মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে বাকৃবি কর্তৃপক্ষ একে ঘনীভূত করছে। বিলম্বে খাতা দেখার শাস্তিস্বরূপ যে মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কর্তৃপক্ষ শিক্ষকগণের বেতন কর্তন করছেন, ঠিক একই কারণে কোনরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা তো দূরের কথা বরং বাকৃবি কর্তৃপক্ষ প্রমোশন দিচ্ছেন।

বিশ্বের এমন কোন নজির নেই যেখানে চার বছরের কোর্স সম্পন্ন করতে সাড়ে সাত থেকে আট বছর সময় লাগে যা বাকৃবি'র জন্য সম্ভব হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ তৃতীয় বর্ষ পুরাতন (কৃষি অনুষদ) ১৯৯২-৯৩ সেশনের পরীক্ষা পর পর তিনবার পেছানোর পর চতুর্থবার দেয়া তারিখে অনুষ্ঠিত হবার অনিশ্চয়তা এবং বিনা কারণে শেষবর্ষের (কৃষি) চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার অনীহার দৃষ্টান্ত দেয়া যায়।

কাজেই এহেন ন্যক্করজন, পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমরা সচেতন ছাত্রসমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিক, ডীন (কৃষি অনুষদ)-সহ অযোগ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব এবং আমাদের মূল্যবান জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া ৩/৪টি বছরের কৈফিয়ৎ চাইতেও বাধ্য হব।

বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট
ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে,
মোঃ মনজু আলম সরকার, শেষবর্ষ,
ঢাকা।